পুলিশের আঙিনায় বঙ্গবন্ধু
ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

পুলিশের আঙিনায় বঙ্গবন্ধু
ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন

পুলিশের আঙিনায় বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Police er Anginay Bangabandhu o Anyanna Prosonga by Abdullah Al-Mamun
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Second Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98715-1-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনোয়ার হোসেন
এবং
মা মমতাজ বেগম

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর শুরু হয় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি পুলিশ সদস্যরা সাধারণ জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার কণ্ঠে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখন হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাঙালির চিন্তা-চেতনার একমাত্র বহিঃপ্রকাশ, যা বাঙালি পুলিশ সদস্যদেরকে ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং মানসিক শক্তি জোগায়।

২৫শে মার্চ দুপুর হতে বিভিন্ন মাধ্যমে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ আসতে থাকে। পুলিশ কন্ট্রোলরুমের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় ওয়্যারলেস সেটসহ মোবাইল টিম পাঠানো হয়। রাত ১০টায় পুলিশের একটি টহল দল তেজগাঁও এলাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একটি বড় কনভয়কে যুদ্ধসাজে শহরের দিকে আসতে দেখে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বেইজ স্টেশন ও কন্ট্রোলরুমকে জানায়। রাত ১১.৩০টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অবস্থানরত পুলিশের টহলদল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির কনভয়কে এলাকা অতিক্রম করতে দেখে। তখন পুলিশের টহলদলটি ভিন্ন পথে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে প্রবেশ করে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানায়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে অবস্থানরত বাঙালি পুলিশ সদস্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সাঁজোয়া বহর পুলিশ লাইন্সের বাইরে চারদিক ঘিরে অবস্থান নেয়। তারা প্রথমে পুলিশ হাসপাতালের দক্ষিণ দিক থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স আক্রমণের খবর তাৎক্ষণিকভাবে সারা দেশের জেলা ও মহকুমায় ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সংবাদটি ছিল, 'Base for all stations of East Pakistan Police. Keep listening, watch, we are already attacked by the Pak Army. Try to save yourself, over'. রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অভ্যন্তরে বাঙালি পুলিশের সদস্যরা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলেন।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কনভয় প্রধান ফটকের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের মুক্তিকামী বাঙালি পুলিশ সদস্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেন। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা সাময়িক থেমে গেলেও পরবর্তী সময়ে ট্যাংক, মর্টার এবং ভারী মেশিনগান দিয়ে পালটা গুলিবর্ষণ শুরু করে। চারটি ব্যারাকে আগুন ধরে যায়। অল্প সময়ের ব্যবধানে পাকিস্তানি সেনাসদস্যরা ট্যাংক বহরসহ পুলিশ লাইন্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখনও চারতলা ব্যারাকের ওপর হতে পুলিশ সদস্যদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ চলছিল। প্রথম পর্যায়ে তাদের প্রতিরোধ টিকে থাকলেও পরে তা ভেঙে যায়। প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে অনেক পুলিশ সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। আহত পুলিশ সদস্যরা রক্তাক্ত জখম নিয়ে পুলিশ লাইন্সের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে কাঁটাতারের বেড়া ক্রলিং করে চামেলীবাগ, শহীদবাগ, পুলিশ হাসপাতালসহ সুবিধাজনক স্থান দিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরাই ভারতসহ বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধা ও যুব-প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী *অপারেশন সার্চলাইট*-এর নামে ২৫শে মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স, পিলখানা ইপিআর (পরবর্তী সময়ে বিডিআর, বিজিবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরপরাধ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে চালায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ। আর সেই রাতেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে ১টা ৩০ মিনিটে (২৬শে মার্চ) গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় বাঙালির প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন 'This may be my last message, from to-day Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must be go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ থেকে শুরু করে মহান মুক্তিসংগ্রামে বাঙালি বীর পুলিশ সদস্যদের মধ্যে মামুন মাহমুদ, ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ; মুন্সি কবিরউদ্দিন আহমেদ, পুলিশ সুপার, কুমিল্লা; শাহ আব্দুল মজিদ, পুলিশ সুপার, রাজশাহী; আব্দুল হাকিম, পুলিশ সুপার, নোয়াখালী; সামসুল হক, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম; নজমুল হক, পুলিশ সুপার ও উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন বিভাগ, চট্টগ্রাম; অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোলাম হোসেন; এসডিপিও ফয়জুর রহমান আহমেদসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার ১১০০ জনেরও বেশি (কোথাও প্রায় ১২৬২ জন) পুলিশ সদস্য শহিদ হন।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২। সকাল থেকেই তেজগাঁও বিমানবন্দরের রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ মানুষ আর মানুষ। বাংলাদেশ বেতার থেকে ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছিল। অন্যরকম উত্তেজনা সবার চোখেমুখে। বাঙালির মহান নেতা ফিরে আসছেন আজ ২৯১ দিন পর জন্মভূমির কোলে, প্রাণের মানুষের কাছে। বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও দিল্লি হয়ে প্রাণের শহর ঢাকায় ফিরে আসেন বেলা ১টা ৪১ মিনিটে। তেজগাঁও বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করার পর খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য রেসকোর্স ময়দান পরিণত হলো জনসমুদ্রে। স্বদেশের মাটিতে পা রেখে বাংলার মানুষের এ ভালোবাসা দেখে মানবতার প্রতিমূর্তি, জনদরদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আনন্দ-বেদনার অশ্রু ঝরল দুচোখ বেয়ে। বেলা ৪টা ২৫ মিনিট। রেসকোর্স ময়দানে ৩৫ মিনিটব্যাপী জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন; যা ছিল জাতির জন্য দিকনির্দেশনা।

যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধু ভাষণের শুরুতে বলেন, 'স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সিপাই, পুলিশ, জনগণকে, হিন্দু, মুসলমানকে যাদের হত্যা করা হয়েছে।...তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দুই একটা কথা বলতে চাই।' তিনি বলেন, 'যে মাটিকে ভালোবাসি, আমি জানতাম না সে বাংলায় আমি যেতে পারব কি না। আজ আমি বাংলায় ফিরে এসেছি, বাংলার ভাইদের কাছে, মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন'।

তিনি আরও বলেন, 'আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই, এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মা-বোনেরা ইজ্জত না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণতা হবে না যদি এ দেশের মানুষ, যারা আমার যুবকশ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

মূলত ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও বাংলার মানুষ তখনও জানত না শেখ মুজিব জীবিত আছেন কি না? তাই বিজয়ের মধ্যেও মানুষের মনে ছিল শঙ্কা ও বিষাদের ছাপ। এছাড়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। তাই ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে ১০ জানুয়ারি বাঙালির জন্য পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জনের

দিন। এ দিনই বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রবেশ করে গণতন্ত্রের এক আলোকিত অভিযাত্রায়।

শুভ চেতনা কোনোদিন পরাজিত হয় না। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ হতে হবে।' তাই একজন বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে বাবার পেশাগত আদর্শকে যেভাবে ধারণ করেছি, সেভাবেই লালন ও বহন করেছি বাবার দেশপ্রেমকে। তিনি যেমন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, তেমন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাই তো বুঝতে শেখা দিনগুলোতে জনসেবায় নিবেদিত জনগণের পুলিশ, জনতার পুলিশ বাবাকে দেখে লক্ষ্য স্থির করেছি পুলিশ হবার। জনসেবার পাশাপাশি প্রত্যয়ী হয়েছি দেশসেবার। শিক্ষাজীবনে দেশের সমসাময়িক বিষয়ে দৈনিক পত্রিকার ক্যাম্পাস, মতামত ও চিঠিপত্র কলামে লেখালিখি দিয়ে হাতেখড়ি। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশনাকেন্দ্রিক সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেখা ছাপা হয়েছে। মা, মাটি ও মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে বাংলাদেশকে জানার চেষ্টা করেছি। আর বাংলাদেশকে জানতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই চলে এসেছেন সেই মহামানব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ, বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ।

লেখালিখিতে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমার সহধর্মিণী ফরিদা ইয়াসমিন। প্রতিটি লেখা পড়েছে আমার সন্তান আকিফ মুতাসিম। উদ্দেশ্য মূলত প্রজন্মান্তরে সন্তানদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। শব্দগাঁথুনিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন বাংলা একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা, সুহৃদ গবেষক মামুন সিদ্দিকী। বইটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মহসীন রেজা এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বন্ধুবর ড. মোঃ আব্দুর রশীদ।

মুদ্রণজনিত ভুল ছাড়াও তথ্যগত ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমাপূর্বক বইটিকে সাদরে গ্রহণ করলে আনন্দিত হব।

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ **আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন**

সূ চি প ত্র

বঙ্গবন্ধু

পুলিশের আঙিনায় বঙ্গবন্ধু ১৩
'জয় বাংলা' ও বঙ্গবন্ধু ২৩
বাংলা ভাষা ও বাঙালির আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু ২৯
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তা ৩৫
বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুজিবনগর সরকার ৩৯
বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত বন্ধু বঙ্গবন্ধু ৪৬
হে বীর হে নির্ভয় তোমারই হলো জয় ৫২
মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব ৬০
বহুধা উপাধিতে খ্যাত শেখ মুজিব ৬৭
ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু ৭৬
নজরুল ও বঙ্গবন্ধু : অভিন্ন স্বপ্নদ্রষ্টা ৮৩
বঙ্গবন্ধুর ভাবনাদর্শে রবীন্দ্রনাথ ৮৮

মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য

লক্ষ কণ্ঠে বজ্রশপথ 'জয় বাংলা' এবং আমাদের স্বাধীনতা ৯৫
ভয় আছে সব জানা ১০০
মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা ১০৩
শহিদ ছাত্রনেতা আবুল কালাম ১০৭
গৌরবের পথ ধরে প্রজন্মান্তরে দৈনিক *ইত্তেফাক* ১১১
চিন্তায় সততা ১১৪
পেশার জন্য মানুষ ছোট হতে পারে না ১১৮
বাবা ও ছেলের ভালোবাসা ১২১
'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' স্মার্ট গ্যালারির ইতিকথা ১২৩

পুলিশ

প্রথম প্রতিরোধ যোদ্ধা বাঙালি পুলিশ ১২৮
ডিএমপি সদর দপ্তর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৩১
প্রথম প্রতিরোধ যোদ্ধা বাঙালি পুলিশ ও মানবিক হোটেল বয় ১৩৫
পুলিশের ঈদ ১৩৯
জনগণের পুলিশ : কমিউনিটি পুলিশিং ১৪২
পুলিশও মানুষ ১৪৬
তাঁরা আজও ভালোবাসেন ১৫০
তারা নতুন করে স্বপ্ন বুনে ১৫৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১৫৯

পুলিশের আঙিনায় বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ৮ মার্চ হতে শুরু হয় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি পুলিশ সদস্যরা সাধারণ জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উচ্চারিত, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখন হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাঙালির চিন্তা-চেতনার একমাত্র বহিঃপ্রকাশ, যা বাঙালি পুলিশের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদেরকে ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং মানসিক শক্তি জোগায়।

২৫ মার্চ দুপুর হতে বিভিন্ন মাধ্যমে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স আক্রান্ত হতে পারে এমন সংবাদ আসতে থাকে। পুলিশ কন্ট্রোলরুম হতে বিভিন্ন দিকে ওয়্যারলেস সেটসহ মোবাইল টিম পাঠানো হয়। রাত ১০.০০ টায় পুলিশের একটি টহল দল তেজগাঁও এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি বড় কনভয়কে যুদ্ধ সাজে শহরের দিকে আসতে দেখে। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বেইজ স্টেশন ও কন্ট্রোলরুমের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কনভয়ের আগমনের খবর জানানো হয়। রাত ১১.৩০ টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অবস্থানরত পুলিশের টহলদল সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির কনভয়কে এলাকা অতিক্রম করতে দেখে। তখন পুলিশের টহলদলটি ভিন্ন পথে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে প্রবেশ করে সেনাবাহিনীর শহরে আগমনের বিষয়টি অবগত করে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে অবস্থানরত বাঙালি পুলিশ সদস্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া বহর পুলিশ লাইন্সের বাইরে চারদিক ঘিরে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথমে পুলিশ হাসপাতালের দক্ষিণ দিক থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এই আক্রমণের সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে সারা দেশের জেলা ও মহাকুমায় ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সংবাদটি ছিল, 'Base for all stations of East Pakistan Police. Keep listening, watch, we are already attacked by the Pak Army. Try to save yourself, over'. রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অভ্যন্তরে বাঙালি পুলিশের

সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলেন। অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে অস্ত্রাগার হতে একটি করে থ্রি নট থ্রি আর মার্ক ফোর রাইফেল এবং বিশ রাউন্ড গুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কনভয় প্রধান ফটকের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের মুক্তিকামী বাঙালি পুলিশ সদস্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেন। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা সাময়িক থেমে গেলেও পরবর্তীতে ট্যাংক, মর্টার এবং ভারী মেশিনগান দিয়ে পালটা গুলিবর্ষণ শুরু করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অভ্যন্তরে চারটি ব্যারাকে আগুন ধরে যায়। একদিকে আগুন, আরেক দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেপরোয়া গুলি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুলিশ সদস্যরা ছোটাছুটি শুরু করে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাংক বহরসহ পুলিশ লাইন্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখনও চার তলা ব্যারাকের উপর হতে পুলিশ সদস্যদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ চলছিল। প্রথম পর্যায়ে তাদের প্রতিরোধ টিকে থাকলেও পরে তা ভেঙে যায়। গুলি শেষ হয়ে গেলে পুলিশ সদস্যরা আত্মরক্ষার্থে যার যেদিক দিয়ে সম্ভব অবস্থান পরিবর্তন করতে চেষ্টা চালায়।

প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে অনেক পুলিশ সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। আহত পুলিশ সদস্যরা রক্তাক্ত জখম নিয়ে পুলিশ লাইন্সের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে কাঁটাতারের বেড়া ক্রলিং করে চামেলীবাগ, শহীদবাগ, পুলিশ হাসপাতালসহ সুবিধাজনক স্থান দিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পুলিশ লাইন্স সংলগ্ন কারও ঘরবাড়ি, কারও বাড়ির ছাদ, বাড়ির গ্যারেজ, হোটেল, পুলিশ হাসপাতালে আশ্রয় নিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যে চলে যান। পরবর্তী সময়ে তাঁরাই ভারতসহ বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধা ও যুব-প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দেশমাতৃকার টানে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন, পরিবার-পরিজন হারা হন, আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট-এর নামে ২৫ মার্চ ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরাপরাধ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করে নির্বিচারে নির্মম হত্যাযজ্ঞ। আর সেই রাতেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে রাত ১টা ৩০ মিনিটে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় বাঙালির প্রাণের নেতা, বাঙালির অভিভাবক, স্বাধীনতার সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বাসভবন যেমন তছনছ করা হয়, তেমনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ গ্রামের বাড়িটিও রেহাই পায়নি ঘাতকদের ধ্বংসলীলা থেকে। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টেলিভিশনের 'ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন্ বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ বিষয়টা উঠে আসে। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বাংলাদেশের

স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, 'This may be my last message, from to-day Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must be go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ থেকে শুরু করে মহান মুক্তিসংগ্রামে বাঙালি বীর পুলিশ সদস্যদের মধ্যে মামুন মাহমুদ (১৭ নভেম্বর ১৯২৮-২৬ মার্চ ১৯৭১), ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ; মুন্সি কবিরউদ্দিন আহমেদ (১ জানুয়ারি ১৯১৮-৩০ মার্চ ১৯৭১), পুলিশ সুপার, কুমিল্লা; শাহ আব্দুল মজিদ (০৩ জানুয়ারি ১৯৩৫-৩১ মার্চ ১৯৭১), পুলিশ সুপার, রাজশাহী; আব্দুল হাকিম, পুলিশ সুপার, নোয়াখালী; সামসুল হক, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম; নজমুল হক (১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪-এপ্রিল ১৯৭১), পুলিশ সুপার ও উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন বিভাগ, চট্টগ্রাম; অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোলাম হোসেন (১ ডিসেম্বর ১৯১৯-২ মে ১৯৭১); এসডিপিও ফয়জুর রহমান আহমেদ (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২১-৫ মে ১৯৭১) সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার ১১০০ জনেরও বেশি (কোথাও প্রায় ১২৬২ জন) পুলিশ সদস্য শহিদ হন।

পাকিস্তান জঙ্গিশাহির জিন্দাখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নারকীয় বন্দি জীবনযাপনের পর বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নের মণি, নিপীড়িত জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারি মুক্তি পান। পাকিস্তান সরকারের চার্টার্ড করা একটি বিশেষ সামরিক বিমানে (বোয়িং ৭০৭) গোপনে বঙ্গবন্ধুকে রাওয়ালপিন্ডি হতে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লন্ডনে সময় তখন ভোর ৬টা ৩৬ মিনিট এবং বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা ৩৬ মিনিট। ৮ জানুয়ারি সকাল ৭টায় বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে প্রচারিত খবরে বলা হয়, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিমানযোগে লন্ডনে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।' বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার ভিআইপি লাউঞ্জে। সেখানে ছিলেন ইয়ান সাদারল্যান্ড। সকাল ৮টার মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ক্ল্যারিজ'স হোটেলে নিয়ে আসা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা (পরে প্রধানমন্ত্রী) হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, 'গুড মর্নিং মি. প্রেসিডেন্ট।' রাতে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে যান। বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাতের কথা শুনে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করে প্রধানমন্ত্রী হিথ ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে ছুটে আসেন এবং তাঁকে নজিরবিহীন সম্মান দেখান।

১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা ১০ মিনিটে ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীর শ্বেতশুভ্র বিমানটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রায় কালো-ধূসর স্যুট এবং কালো ওভারকোট পরিহিত বঙ্গবন্ধুকে বিমান থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বঙ্গবন্ধু কৃতজ্ঞতা জানালেন ভারতের সরকার, নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কাছে বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এবং যুদ্ধে প্রশিক্ষণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য। সেদিন অসাধারণ আবেগময় কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় তুমি আজ
ঘরে ঘরে এত খুশি তাই।
কী ভালো তোমাকে বাসি আমরা, বলো কী করে বোঝাই।
এদেশকে বলো তুমি বলো কেন এত ভালোবাসলে,
সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের এত কাছে কেন আসলে,
এমন আপন আজ বাংলায় তুমি ছাড়া কেউ আর নাই
বলো, কী করে বোঝাই।

১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের চিত্র এরকম সকাল থেকেই তেজগাঁও বিমানবন্দরের রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ মানুষ আর মানুষ। বাংলাদেশ বেতার থেকে ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছিল। সেদিন অন্যরকম উত্তেজনা সবার চোখেমুখে। বাঙালির মহান নেতা ফিরে আসছেন আজ ২৯১ দিন পর জন্মভূমির কোলে, প্রাণপ্রিয় মানুষের কাছে। লাখো মানুষের ভিড় রাজপথ জুড়ে। কণ্ঠে 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু'। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ। বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও দিল্লি হয়ে প্রাণের শহর ঢাকা ফিরে আসেন বেলা ১টা ৪১ মিনিটে। যে দেশ এবং যে স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজি রেখেছিলেন, সেই মাটিতে পা দিয়েই আবেগে কেঁদে ফেলেন বঙ্গবন্ধু।

বেলা ৪টা ২৫ মিনিট। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা রেসকোর্স ময়দানে ৩৫ মিনিটব্যাপি জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন; যা ছিল জাতির জন্য দিকনির্দেশনা। যাদের প্রাণের ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধু ভাষণের শুরুতে বলেন, 'স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সিপাই, পুলিশ, জনগণকে, হিন্দু, মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দুই-একটা কথা বলতে চাই।' তিনি বলেন, 'যে মাটিকে ভালোবাসি, আমি জানতাম না সে বাংলায় আমি যেতে পারব কি না। আজ আমি বাংলায় ফিরে এসেছি, বাংলার ভাইদের কাছে, মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।'